পাক্ষিক

আহ্‌মদী

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক : এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৬ বর্ষ ॥ ১২শ সংখ্যা

১৩ই কার্তিক ১৩৮৯ বাংলা ॥ ৩১শে অক্টোবর ১৯৮২ ইং ॥ ১৩ই মহররম ১৪০২ হিঃ

La Voz de Córdoba

DIARIO INDEPENDIENTE

EDITA Informaciones Cordobesas, S.A
DIRECTOR Francisco Solano Marquez Cruz

Sabado, 11 de Septiembre de 1982
Ano II - Numero 454 - Precio con suplemento 35 pts

Ayer, en Pedro Abad, por su jefe supremo Hazrat Mirza Tahir

Los ahmadías inauguraron su mezquita

La Comunidad Ahmadia Internacional, en la persona de su jefe supremo, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, inauguro ayer en Pedro Abad la que seria la primera mezquita abierta —mezquita *Basharat*, que quiere decir mezquita de la buena nueva— en la provincia de Cordoba, después de setecientos anos y, también, la primera de esta Comunidad en Espana

En el acto solemne, al que acudieron cerca de tres mil personas, entre los miembros de la Comunidad venidos de diversas partes del mundo y los propios vecinos de Pedro Abad, estuvieron también presentes el vicario de la diocesis cordobesa, Valeriano Orden, el premio Nóbel de Fisica, Abdus Salam, y el expresidente de la Asamblea General de la ONU, Mohammad Zafrullah Kuan. (Foto Framar)

Paginas 3 y 4

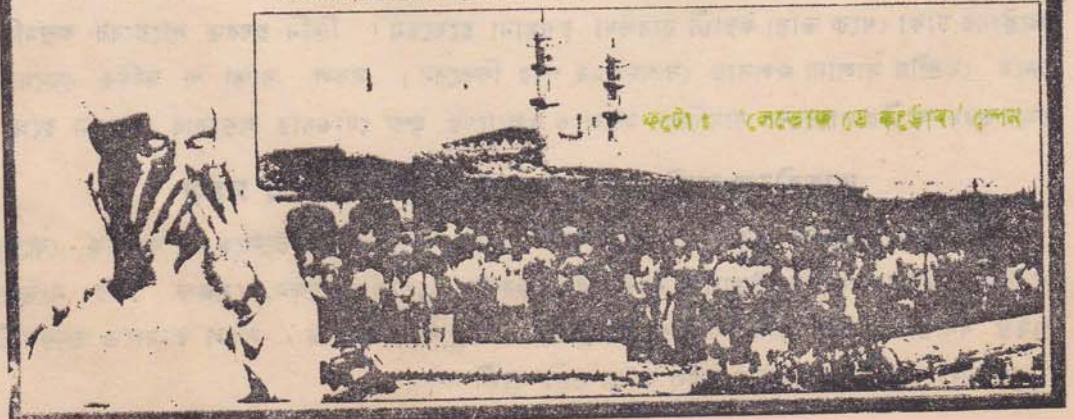

স্পেনে 'মসজিদে-বাশারত' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের এক অপূর্ব দৃশ্য

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৩৬শ বর্ষ
১২শ সংখ্যা

৩১শে অক্টোবর ১৯৮২

বিষয়	লেখক	
* তরজামাতুল কুরআন সূরা মায়েদা (৬ষ্ঠ পারা, ১ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'সাহাবাগণের গুণাবলী'	এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী : কবুলিয়তে দোয়া	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৪
* ঈমানবর্ধক বক্তৃতা	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌলবী আহমদ সাদেক সাদেক	৫
* মসজিদ-এ-বাশারত এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৮
* স্পেনের পত্র-পত্রিকার মন্তব্য	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৭
* আরব দেশগুলির টেলিভিশনে মসজিদে-বাশারত-এর প্রচার	মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২১
* তরবিয়তী ক্লাস ও বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত	আবদুল জলিল, মোতামাদ	২২

কেন্দ্রীয় আনসারুল্লার বার্ষিক ইজতেমায় মোহতরম আমীর সাহেবের যোগদান

৫, ৬ ও ৭ই নভেম্বর '৮২ইং রাবওয়ায় অনুষ্ঠিতব্য কেন্দ্রীয় মজলিসে আনসারুল্লাহর সালানা ইজতেমায় যোগদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর সাহেব বিগত ২৭শে অক্টোবর ঢাকা থেকে ভায়া করাচী রাবওয়া রওয়ানা হয়েছেন। তিনি হযরত সাহেবের অনুমতি-ক্রমে কেন্দ্রীয় সালানা জলসায় যোগদানের পরে ফিরবেন। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে মোহতরম আমীর সাহেবের সামগ্রিক মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য দোওয়ার অনুরোধ জানান হচ্ছে।

তাহরীকে-জদীদের চাঁদা পরিশোধের বর্ধিত সময়

তাহরীকে-জদীদের নব বর্ষ ১লা নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে। অনেকে যেহেতু অক্টোবর মাসের বেতন ইত্যাদি নভেম্বরের শুরুতে পেয়ে থাকেন, সেজন্য ১০ই নভেম্বর পর্যন্ত যথারীতি উক্ত চাঁদা পরিশোধের সময় বর্ধিত করা হয়েছে। সকল জামাতে তদনুযায়ী চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণে সকল ভ্রাতা ভগ্নী ব্রতী হউন।

— সেক্রেটারী, তাহরীকে জদীদ বাঃ আঃ আঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ১২শ সংখ্যা

১৩ই কার্তিক ১৩৮৯ বাংলা : ৩১শে অক্টোবর ১৯৮২ ইং : ৩১শে ইখা ১৩৬১ হিঃ শামসী

সুরা মায়েদা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ১২১ আয়াত ১৬ রুকু আছে]

ষষ্ঠ পারা **১ম রুকু**

১। (আমি) আল্লাহ্‌র নাম লইয়া (পাঠ করিতেছি) যিনি অসীম দাতা এবং বার বার রহমকারী।

২। হে ইমানদারগণ! তোমরা (নিজেদের) চুক্তি সমূহ পূর্ণ কর, তোমাদের জন্য তৃণভোজী (শ্রেণীর) গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে ঐ সকল জন্তু ব্যতিরেকে যাহাদের বিবরণ (কুরআনে) তোমাদের নিকট পাঠ করিয়া শুনানো হইবে, হালাল করা হইল কিন্তু এই শর্তে যে (এই অনুমতির উপর ভিত্তি করিয়া) এহরাম বাধা অবস্থায় তোমরা শিকারকে হালাল করিতে পারিবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহাই ফয়সালা করেন।

৩। হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র নির্দিষ্ট চিহ্নগুলির অবমাননা করিও না এবং পবিত্র মাস সমূহেরও না এবং ঐ কোরবানীর জন্তুগুলিরও না যাহাদিগকে হরমে জবেহ করার উদ্দেশ্যে চিহ্নস্বরূপ গলায় হার পরানো হয় এবং বয়তুল-হারামের পথে যাত্রীগণেরও না যাহারা নিজেদের রব্বের ফযল ও তাঁহার সন্তুষ্টির সন্ধানে রত; যখন তোমরা এহরাম খুলিয়া দাও (এবং পবিত্র স্থান ছাড়িয়া যাও) তখন তোমরা শিকার করিতে পার। এবং এক জাতির এই শত্রুতা যে তাহারা তোমাদিগকে মসজিদে-হারাম হইতে প্রতিরোধ করিয়াছে তোমাদিগকে যেন সীমা লঙ্ঘন করিতে প্ররোচিত না করে, এবং তোমরা নেকী ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমা-লঙ্ঘনে পরস্পর সহযোগিতা করিও না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শাস্তি-দানে কঠোর।

৪। তোমাদের জন্য হারাম করা হইয়াছে মৃতজীব এবং রক্ত এবং শুকরের মাংস এবং উহা, যাহার উপর আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের নাম উচ্চরবে যে বর্ণা করা হয় এবং কণ্ঠরোধ করিয়া

মারা জীব এবং ভোতা অস্ত্রের দ্বারা মারা জীব এবং উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া মরা জীব এবং সিং দ্বারা আহত হইয়া মরা জীব এবং সেই জীব যাহাকে হিংস্র জন্তু খাইয়াছে, যদি না তোমরা উহাকে মরার আগে যবেহ করিয়া থাক। এবং যে জীবকে কোন দেব-দেবীর থানে বলি দেওয়া হয় (হারাম করা হইয়াছে) এবং তোমরা যে ভাগ্য-নির্দেশক তীর সমূহের দ্বারা অংশ নির্ণয় কর ইহাও তোমাদের নাফরমানীর (অন্তর্গত) আজ ; কাফেরগণ তোমাদের দ্বীনের (অনিষ্ট সাধনে নিরাশ হইয়াছে, সুতরাং তাহাদিগকে ভয় করিও না বরং আমাকে ভয় কর, আজ আমি তোমাদের (কল্যাণের) জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাংগ করিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নে'মতকে পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীনরূপে মনোনীত করিলাম ; কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হয় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সে পাপের দিকে ঝুঁকে না (এবং কিছু হারাম বস্তু খায়) তাহা হইলে (মনে রাখিও যে) নিশ্চয় আল্লাহ্ (উক্ত বাধ্যতামূলক ত্রুটির জন্য) বড়ই ক্ষমাশীল, বার বার রহমকারী।

৫। তাহারা (অর্থাৎ মুসলমানগণ) তোমাকে প্রশ্ন করে যে তাহাদের জন্য কি কি (বস্তু) হালাল করা হইয়াছে ? তুমি বল, সকল পবিত্র জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে, এবং শিকারী পশু-পক্ষী হইতে যাহাদিগকে তোমরা শিকারের শিক্ষা দিয়া বশ কর, যেহেতু তোমরা তাহাদিগকে উহাই শিক্ষা দাও যাহা আল্লাহ্ তোমাদিগকে শিখাইয়াছেন, অতএব তাহারা যাহা তোমাদের জন্য ধরিয়া রাখে উহা হইতে খাও এবং উহার উপর আল্লাহ্‌র নাম লও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে তৎপর।

৬। আজ তোমাদের জন্য সকল পবিত্র বস্তু হালাল করা হইল এবং ঐ সকল লোকের (পাক করা) খাদ্য, যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের (পাক করা) খাদ্য তাহাদের জন্য হালাল ; এবং সতী মোমেন নারীগণ এবং তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের মধ্য হইতে সতী নারীগণ (তোমাদের জন্য হালাল) যখন তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের দেন-মোহর দিয়া দাও, বিবাহ করিয়া, পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত হইয়া নহে এবং গুপ্ত প্রেম করিয়াও নহে ; এবং যে ব্যক্তি ঈমান রাখিয়া কুফর করে (সে যেন মনে রাখে যে) তাহার কৃতকর্ম বিনষ্ট হইয়াছে এবং পরকালেও সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্গত হইবে। (ক্রমশঃ)

{ তফসীর সগীর হইতে পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ }

হাদিস শরীফ

সাহাবাগণের উৎকৃষ্ট গুণাবলী, আউলিয়াগণের কিরামত এবং সাধু পরিচিতি

১। হযরত ইমরান বিন হোসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ আমার সময়কার, তারপর তাহারা যাহারা সন্নিহিত সময়ে হইবে।" ইমরান বলেন যে, "আমার স্মরণ নাই, তিনি (সাঃ) কি দুই বার না-তিন বার ফরমাইয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি (সাঃ) অতঃপর ফরমাইলেন: ইহাদের পর এরূপ মানুষ হইবে, যাহারা অনাহুত সাক্ষ্য দিবে, গচ্ছিত মালে হস্তক্ষেপ, তথা খিয়ানত ও বিশ্বাস ঘাতকতা করিবে। দীনদারী ছাড়িবে। নযর-মানত করিয়া দিবে না। আমোদ-প্রমোদ, আরাম-আহলাদে কাটাইয়া মোটা-সোটা হইয়া যাইবে।"

['মুসলিম; কিতাবুল-ফাযাইল; 'বাবু ফাযলুসসাহাবাতে সুম্মাল্লাযিনা ইয়ালুনাহুম, সুম্মাল্লাযিনা ইয়ালুনাহুম; ২:১৬৪ পৃঃ}

২। হযরত নাফেয় রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, তিনি হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলিতে শোনিয়াছেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল: আলে মুহাম্মদ অর্থ কি? তিনি (সাঃ আঃ) ফরমাইলেন: 'প্রত্যেক পরহেজগার আমার 'আল' (পরিজনভুক্ত)।

৩। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন: "এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তি হইতে কিছু সম্পত্তি ক্রয় করিল। ক্রেতা ঐ ভূমি হইতে এক ঘড়া স্বর্ণ পাইল। ইহাতে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট যাইয়া বলিল: 'তুমি যে জমি আমার নিকট বিক্রয় করিয়াছ, উহাতে এই স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছে। এই স্বর্ণে তোমার হক। কারণ আমি শুধু জমি খরিদ করিয়াছি। এই স্বর্ণ ক্রয় করি নাই। এজন্য ইহা দেওয়ার জন্য আসিয়াছি'। সম্পত্তি বিক্রেতা প্রত্যুত্তর করিল: আমিত তোমার নিকট ভূমি এবং উহাতে যা কিছু আছে সব স্বত্বস্বামীত্ব বিক্রয় করিয়াছি। এইজন্য এই স্বর্ণ ফেরত নিব না।' বুজুর্গ অবস্থা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: তোমাদের কোন সন্তান আছে কি? তাহাদের একজন বলিল যে, তাহার পুত্র আছে এবং অন্য জন বলিল যে তাহার কন্যা আছে। ইহাতে তৃতীয় ব্যক্তি সালিশী পূর্বক বলিল: তোমরা এই দুইয়ের পরস্পর বিবাহ দাও। এবং বিবাহের খর্চা এই স্বর্ণ দ্বারা নির্বাহ কর। তাহারা এই মীমংসায় সম্মত হইল এবং বিবাহ দ্বারা সুচরিত্রের অমূল্য আদর্শের দ্বারা রূহানী নৈকট্যের সংগে সংগে পার্থিব আত্মীয়তায়ও একে অন্যের নিকটবর্তী হইল।" (বুখারী: কিতাবুল আম্বিয়া; ১:২৯৪ পৃঃ)

{'হাদীকাতুস সালেহীন' গ্রন্থ হইতে সংকলিত}

অনুবাদ—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর অমৃত বানী

দোওয়া কবুলিয়তের জন্য শর্ত হইল বান্দা যেন দোওয়াতে আত্মনিয়োজিত থাকে। বেসবুর নিজের ক্ষতি নিজেই করিবে।

যে ব্যক্তি উক্ত মৌলনীতিটি অনুধাবন করিতে পারে, তাহার পরিণাম অবশ্যই শুভ ও কল্যাণময় হইবে।

"স্মরণ রাখিও, কোন ব্যক্তি দোওয়ার দ্বারা ফয়েয ও কল্যাণ লাভ করিতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে চরমসীমায় ধৈর্য ধারণ করিয়া না দেখায় এবং অধ্যবসায় সহকারে দোওয়াতে আত্ম-নিয়োজিত হইয়া না থাকে। আল্লাহ্‌তায়ালার বিরুদ্ধে সে যেন কখনও 'বদজন্নি' (কুধারনা) পোষণ না করে, (বরং) তাঁহাকে সকল কুদরত ও ইরাদার অধিপতি বলিয়া জ্ঞান করে, বিশ্বাস ও প্রত্যয় রাখে, আর এমনি ধারায় ধৈর্যের সহিত দোওয়াতে স্থির থাকে। (অবশেষে) সেই (ঈপ্সিত) সময় আসিয়া যাইবে যখন আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার দোওয়া কবুল করিয়া লইবেন এবং তাহাকে জওয়াব দানে ভূষিত করিবেন। যাহারা এই ব্যবস্থাপত্রটির সদব্যবহার করিয়া থাকে, তাহারা কখনও বেনসিব ও বঞ্চিত হইতে পারে না, বরং নিশ্চয় তাহারা নিজেদের উদ্দেশ্যাবলীতে সফলকাম হয়। খোদাতায়ালার কুদরত ও ক্ষমতা অসীম ও অনন্ত। মানবীয় পূর্ণতা সিদ্ধির উদ্দেশেই তিনি দীর্ঘকাল ধৈর্য ধারণের উক্ত কানুন প্রবর্তন করিয়াছেন। সুতরাং এই কানুন তিনি বদলান না। এবং যে ব্যক্তি চায় তাহার ব্যাপারে তিনি যেন ইহাতে ব্যতিক্রম করেন, সে প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌তায়ালার হুজুরে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে এবং বেআদবি করার দুসাহস করে। পুণঃ ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, কতক লোক অধৈর্য হইয়া পড়ে এবং ভোজ-বাজী প্রদর্শন-কারীর ন্যায় চায় যেন মুহূর্তের মধ্যেই সব কাজ সারিয়া যায়। আমি বলি, যদি কেহ বেসবরি দেখায় এবং অধৈর্য হয়, তবে সে বেসবরির দ্বারা খোদাতায়ালার কিবা ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে?! অধৈর্য হইয়া সে দেখিয়া লউক সে কোথায় গিয়া পড়ে।

আমি ঐ সব কথা কখনও মানিয়া লইতে পারি না: প্রকৃতপক্ষে ঐগুলি হইল মিথ্যা গল্প ও কল্পিত কেস্‌সা-কাহিনী যে অমুক ফকির-দরবেশ ফুৎকার দিয়া এমন বা তেমন করিয়া দিয়াছে। ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার সুন্নত ও বিধিবদ্ধ নিয়ম বিরুদ্ধ এবং কুরআন শরীফর পরিপন্থী; সেজন্য ঐরূপ কখনও হইতে পারে না।" (মলফুজাত, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২০৫)

অনুবাদ—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সদর মুরুব্বী

স্পেনে মসজিদ উদ্বোধন ও
ইউরোপ সফর থেকে ফিরে এসে

ঈমানবর্ধক বক্তৃতা

"স্পেনের সমগ্র জাতির মন ইসলামের দিকে আকর্ষিত হয়েছে—এ এক অনন্য সাধারণ ব্যাপার।"

সৈয়্যদনা
হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)

সৈয়াদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) তাঁর খেলাফত কালের অতি কল্যাণময় সর্ব-প্রথম বিদেশ সফর থেকে ১২ই অক্টোবর ১৯৮২ইং রাত ৮ঘটিকায় মঙ্গলমত রাবওয়া ফিরে এসেছেন। হুজুর (আইঃ) তাঁর সহযাত্রী কাফিলার সকল সদস্যসহ বিমানযোগে ১১/১২ অক্টোবর এর মধ্যবর্তী রাতে লণ্ডন থেকে করাচী পৌছেন। তারপর বিকেল ৩টা বেজে ৫০ মিনিটে লাহোর বিমান বন্দরে অবতরণ করেন এবং সন্ধ্যার পূর্বেই লাহোর থেকে মোটরকার যোগে রওয়ানা হয়ে রাত ৮ ঘটিকায় রাবওয়ায় পৌছান। সর্বত্র হুজুরকে বিপুল সংখ্যক আহমদী ভ্রাতা সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

স্পেনের মসজিদে-বাশারত উদ্বোধন এবং ইউরোপের আটটি দেশে প্রায় আড়াই মাস কালীন তবলিগী ও তরবিয়তি সফর শেষে পাকিস্তান ফিরে আসে হুজুর সর্বপ্রথম লাহোরে বিপুল সংখ্যক আহমদীদের এক সমাবেশে যে ঈমানবর্ধক বক্তৃতা দান করেন উহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল :

তাশাহুদ ও তায়াউওয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর বলেন :

আল্লাহ্‌তায়ালা জামাতের দোওয়া, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা এবং আল্লাহ্‌তায়ালার হুজুরে তাঁদের কান্না-কাটি ও গিরিয়া-যারিকে কল্পনাতীতভাবে কবুল করেছেন। (সাম্প্রতিক ইউরোপ সফরকালীন) যা কিছু প্রকাশিত ও সংঘটিত হয়েছে তা সবই বাহ্যতঃ সম্পূর্ণ অসম্ভব ও সাধ্যাতীত ব্যাপার বলেই মনে হতো। জানি না, কি ভাবে এসব ঘটে গেল এবং আমরা সচক্ষে এসব কিছু সংঘটিত হতে দেখতে পেলাম! গোটা জাতির হৃদয় ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হওয়া ও ঝুঁকে যাওয়া একটা সাধারণ কথা নয়; মানুষের সাধ্যের ব্যাপার নয়। ইহা একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালারই কাজ।

হুজুর বলেন : এসব দৃশ্যাবলী সাধারণভাবে প্রত্যেক জায়গাতেই দৃষ্টি গোচর হয়েছে কিন্তু বিশেষভাবে স্পেনের ঘটনাবলী বড়ই বিস্ময়কর। স্পেনের লোকজনের মধ্যে যে পরিবর্তন

পরিলক্ষিত হয়েছে তা পাশ্চাত্য মস্তিষ্কও বুঝে উঠতে পারছে না—'এ ব্যাপার কি ঘটে গেল!' হুজুর বর্ণনা করেন যে, আমরা যে অঞ্চলে গিয়েছি (অর্থাৎ যে স্থানে মসজিদ করেছি), সেখানকার অধিবাসীরা (population) হলো ক্যাথলিক খ্রীষ্টান। এঁরা নিজেদের ধর্মের ব্যাপারে বড় গোঁড়া এবং কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত সেখানে অন্য কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য কোন স্বাধীনতা ছিল না। সেখানে অন্য কোন খ্রীষ্টান ফেরকার গির্জাও ছিল না এবং এখনও এই এলাকায় (ক্যাথলিক ছাড়া) অন্য গির্জা নাই। ধর্মীয় দিক থেকে এই ছিল এদেশের অবস্থা এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে এখানে দ্রুতগতিতে কমিউনিজম ছড়িয়ে পড়ছিল. যার ফলে তারা ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল এবং ধর্মকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করেছিল। আর ইসলামের ক্ষেত্রে তো উক্ত উভয় শ্রেণীর লোকই ইহার শত্রু।

এ সকল কারণবশতঃ ধারনা ছিল যে স্থানীয় লোকেরা আমাদের মসজিদের ব্যাপারে উদাসীন থাকবে, কোন আগ্রহ দেখাবে না। আর যদি বা দেখায়ও তা'হলে তা হবে বিরোধিতামূলক। হুজুর শোকরগোজারীর জয্‌বায় আপ্লুত হয়ে বলেন, কিন্তু আমরা যে দৃশ্য অবলোকন করেছি তা ছিল উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। যে কোন আহমদী যেখান থেকেই সেখানে এসে পৌঁছতেন—ইউরোপ থেকেই হউক বা আফ্রিকা. পাকিস্তান অথবা আমেরিকা থেকে—তাঁরা তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করতেন. তাকে 'খোশ আমদেদ' জানাতেন। এরূপ শুধু ঐ (কর্ডোভা-প্রেড্রো-আবাদ) এলাকাতেই নয় বরং গোটা দেশময় একই অবস্থা বিরাজ করেছে। যখনই কেউ জানতে পারতো যে অমুক ব্যক্তি হলো আহমদী এবং সে কর্ডোভা মসজিদে যেতে চায়, তখনই সে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে তার সহিত প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করতো, তার জন্য হৃদয় পেতে দিত। আর এ অবস্থা শুধু জনসাধারণেরই ছিল না, বরং পুলিশও সর্বক্ষণ সজাগ ও তৎপর থাকেন। তারা ওয়ারলেস যোগে সংবাদ প্রচার করতে থাকেন, যার ফলে চৌরাস্তা গুলি দিয়ে আমাদের পথ পরিক্রম করা কালে ট্রাফিক থামিয়ে দেয়া হতো। হুজুর ইহার একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, গ্রানাডা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় যখন কিছুটা দেরী হতে লাগলো, তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'রওয়ানা হচ্ছেন না কেন?' জানতে পারলাম যে. পুলিশ জানিয়েছে তারা সমস্ত চৌরাস্তায় নিজেদের লোক পাঠিয়ে রেখেছেন, যারা সমস্ত পথে ট্রাফিক থামিয়ে দিবে; পুলিশ তাদের ফেরৎ আসার অপেক্ষায় আছে, তারা এসে সংবাদ জানালে পর এই কাফিলা রওয়ানা হবে।

তারপর হুজুর বলেন, আরও কতকগুলি কথা আছে, যেগুলি থেকে জানা যায় যে, গোটা দেশ ব্যাপী এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটেছে।

হুজুর বলেন, স্পেন-মসজিদ উদ্বোধনের পরের দিন মেয়র এবং পুলিশ অফিসারদের সহিত সাক্ষৎকার ছিল। আমি তাঁহাদের বলেছিলাম, 'আপনাদের বেগমদেরও সঙ্গে নিয়ে আসবেন; তাঁরা ভিতরে আমার বেগমের সহিত মিলিত হবেন এবং আপনারা আমার সঙ্গে বসবেন।' সুতরাং দু'দিন পর তাঁরা সবাই নিজেদের বেগমদের সঙ্গে করে আসলেন এবং

নিজেরা আমার কাছে বসে পড়লেন। আমি তাঁদেরকে চায়ের নিমন্ত্রণে ডেকেছিলাম, সেজন্য আমি তাঁদেরকে তবলীগ করতে পারতাম না। সুতরাং সাধারণ অবস্থা ও পরিস্থিতির উপর পর্য্যালোচনা করতে লাগলাম। তখন একজন পুলিশ অফিসার বলে উঠলেন, "আপনি এসব কি কথা বলেছন? আপনি আমাদের তবলীগ করুন। আমরা তো উহার পিপাসা নিয়ে এসেছি।" সুতরাং আমি তাদের সহিত তবলিগী কথা-বর্তা বলতে আরম্ভ করলাম এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা আলাপ-আলোচনা করলেন। অনেক রাত পর্যন্ত তাঁরা আমার নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে থাকেন এবং আমি তাদেরকে উত্তর দিতে থাকি। পরে মোহতারম কারাম এলাহী জাফর সাহেবের পত্র এসেছে যে, তাঁদের মধ্যে একজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো এবং তিনি বলতে লাগলেন যে, "আমি অনেকাংশেই মুসলমান হয়ে গিয়েছি"

হুজুর বলেন, স্পেনের প্রেস (পত্র-পত্রিকা) যে কল্পনাতীত ভূমিকা প্রদর্শন করেছে সেটাও খোদাতায়ালার বিশেষ সাহায্য ('তাইদ ও নুসরত')-এর নিদর্শন বই কিছু নয়। হুজুর বলেন, সেখানকার পত্রিকাগুলি অত্যন্ত মহব্বত, সততা ও ভদ্রতা এবং অকপটতার সহিত সকল কথা মানুষের নিকট পৌঁছিয়েছে। একটি ঘোর বিরোধী পত্রিকাও সংবাদ প্রকাশ করেছে। ডেনমার্কের প্রেস কনফারেন্সে একজন মহিলা ছিলেন,—বড়ই কট্টর খৃষ্টান। আমাকে বলা হলো যে, ইনি এসেতো যান কিন্তু পত্রিকায় প্রকাশ কিছুই করেন না। এবং এখানে খৃষ্টানদের ধর্মীয় পত্রিকা শুধু এটাই।" তার সঙ্গে যখন কথাবর্তা হলো তখন বাইবেল সম্বন্ধীয় দলিল-প্রমাণ শুরু হয়ে গেল। তখন উহা আর প্রেস কনফারেন্স থাকলো না বরং প্রশ্ন-উত্তরের এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভায় পরিণত হলো। ইহার পর সে তার পত্রিকাটিতে একটি পূর্ণ প্রবন্ধ ছাপালো, যেটাতে সে (আমার পেশকৃত) সকল কথা সবিস্তারে যুক্তি-প্রমাণ সহ প্রকাশ করলে।" (আল-ফজল, ১৩ই অক্টোবর ১৯৮২ইং)

অনুবাদ—মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ,**
সদর মুরুব্বী

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে। নিজের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহ্‌র সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ্‌তায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও যাহা হইতে আর উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নহে।"

[আমাদের শিক্ষা]

—**হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)**

সাতটি শতাব্দীর পর স্পেনে নির্মিত

মসজিদ-এ-বাশারত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

স্পেন-মিশন-হাউসে এক ব্যাপক ভিত্তিক সাংবাদিক সম্মেলনে হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর ভাষণ ও বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দান ঃ

উদ্বোধনী জনসভায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ হতে আগত দু' হাজার আহমদী প্রতিনিধি ব্যতীত তিন সহস্রাধিক স্পেনবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান ঃ

উহাতে সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ), চৌধুরী মোঃ জাফরুল্লাহ খান ও ডঃ আবদুস সালামের সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষণ ঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সাংবাদিক সম্মেলন ঃ

১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৮২ মসজিদে-এ-বাশারতে (স্পেন) উদ্বোধনী জুমার ঐতিহাসিক খোৎবা প্রদান ও নামায আদায়ের পর সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) বিকেল সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় মসজিদ সংলগ্ন আহমদীয়া মুসলিম মিশন-হাউসের ড্রইং রুমে একটি অসাধারণ প্রেস কনফারেন্সে ভাষণ দান করেন এবং স্পেনে মসজিদ তামিরের উদ্দেশ্য এবং স্পেনে পুনরায় ইসলাম বিস্তার ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সাংবাদিকদের বহু প্রশ্নের জওয়াব দান করেন। হুজুর বলিষ্ঠ ও প্রাঞ্জলরূপে ব্যক্ত করেন যে, এ যামানায় ইসলামের সারা বিশ্বে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধারিত, সেইজন্য স্পেনবাসীর হৃদয় জয় করার মধ্য দিয়ে তাদেরও ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আল্লাহ্‌তায়ালার এক অলঙ্ঘনীয় তকদীর (স্বর্গীয় ফয়সালা) যা কেউ বদলাতে পারে না।

বহু শতাব্দীর পর মসজিদ তামির ছিল স্পেনবাসীদের দৃষ্টিতে এক আশ্চার্যকর ঘটনা। জামাতে আহমদীয়ার এই সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ ইতিহাস ঘুরে আসার এবং এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটার সূচনা ও উপক্রম কি না—এচিন্তা করে তারা বিস্মিত না হয়ে থাকতে পারছে না। সেজন্য স্পেনে মসজিদ প্রতিষ্ঠায় আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে সারা স্পেন ব্যাপী বিরাট আলোড়ন সৃষ্টির কারণ ঘটেছে। সে কারণ বশতঃই হুজুর (আইঃ) তাঁর এই ঐতিহাসিক স্পেন সফর কালীন যেখানেই গিয়েছেন, সাংবাদিকরা সেখানেই হুজুরের নিকট ছুটে গিয়েছেন এবং ছায়াবৎ

তাঁর সঙ্গে রয়েছেন। মালাগা, গ্রানাডা, কর্ডোভা, পেড্রোআবাদ ইত্যাদি স্থান, তেমনি মুসলমানদের হৃত গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন 'কাসরুল-হামরা' পরিদর্শন কালীনও বিভিন্ন সাংবাদিক প্রতিনিধি তাঁর কাছে এসে প্রশ্ন করতে থাকেন এবং হুজুরের মন্তব্য ও বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। সেজন্যই আহমদীয়া মুসলিম মিশন-হাউসে উদ্বুষ্ঠিত উক্ত প্রেস-কনফারেন্সেও সাংবাদিক ও প্রেস ফটোগ্রাফাররা বহুল সংখ্যায় (প্রায় ৫০ জন) উপস্থিত ছিলেন। তারা যথাসম্ভব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। হুজুর তাদের প্রশ্নাবলীর সংক্ষেপে সামগ্রিক উত্তর দান করেন।

প্রথম প্রশ্ন ছিল একজন সাংবাদিকের পক্ষ থেকে একটি মন্তব্যের আকারে। তিনি বলেন, 'আপনাদের জন্য তো আজকের (অর্থাৎ মসজিদ উদ্বোধনের) এ দিনটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ।' হুজুর বলেন, 'জামাত আহমদীয়ার জন্য নিঃসন্দেহে এটা এক অতি স্মরণীয় দিন, কেননা আমরা ন্যায়সঙ্গতরূপেই এ আশা রাখি যে, খোদার এই নতুন গৃহ, যা এদেশের মাটিতে বহু শতাব্দীর পর নির্মিত হলো, তা' স্পেনবাসীর চিত্তকে উন্মুক্ত করার এবং উহাতে ইসলাম পুনরায় প্রবিষ্ট হওয়ার কারণ হিসাবে সাব্যস্ত হবে।' আর একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, 'কুরআন মজীদ অথবা ইসলামী সাহিত্যে কোথাও কি এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী আছে যদ্বারা চিহ্নিত হয় যে ইসলাম স্পেনে পুনরায় বিজয়ী হবে? প্রত্যুত্তরে হুজুর বলেন, ভবিষ্যদ্বাণী হলো এই যে, এ আখেরী জামানায় ইসলাম সমগ্র বিশ্বেই জয়যুক্ত হবে বলে অবধারিত। এ বিশ্বজনীন সামগ্রিক ভবিষ্যদ্বাণীতে স্পেনেও শামিল রয়েছে।

এরপর প্রশ্ন করা হয় যে, জামাত আহমদীয়া বিশেষরূপে কর্ডোভার পার্শ্ববর্তী পল্লী পেড্রোআবাদের নিকটে কেন মসজিদ তামির করলেন, অথচ তাঁরা বড় শহরগুলির কোন একটিতে গিয়ে সেখানে মসজিদ তামির করতে পারতেন?—এর উত্তরে হুজুর বলেন, এ পল্লী অথবা কর্ডোভা থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এজায়গাটির ঐতিহাসিক কোন গুরুত্ব নাই। আমার পূর্বসূরী হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) একবার স্পেন সফর কালীন এখানকার লোকদেরকে অত্যন্ত ভদ্র, প্রীতিপরায়ণ ও স্নেহশীল হিসাবে পেয়েছিলেন, সেইজন্য প্রেমের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে এ জায়গাটিই আইডিয়েলরূপে নিরূপিত হয়। এ বৈশিষ্টের কারণেই তিনি এ স্থানটিকে বেছে নেওয়া সমীচীন মনে করলেন। এবং এখন এস্থানটি আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে এবং তাঁরই দেওয়া তওফিক ও সামর্থ্যে মহব্বতের বাণী প্রচার ও প্রসারের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন করা হলো যে, মসজিদ স্থাপনের পর আপনারা কি এখানে আরও কোন প্রোগ্রাম বা কার্যক্রম শুরু করার এরাদা রাখেন? হুজুর বলেন, 'আমরা নিছক প্রতীক চিহ্নবিশেষ মসজিদ নির্মাণের পক্ষপাতি নই। মসজিদ হলো খোদাতায়ালার গৃহ। সেজন্য অপরিহার্য রূপেই ইহা প্রকৃত অর্থে ইবাদত-গৃহে পরিণত হওয়া উচিত। খোদাতায়ালার ইবাদত এবং খালেস দ্বীনি কাজ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইহাকে ব্যবহার করা জায়েয বা বৈধ নয়।'

এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল এই যে, এ মসজিদ নির্মাণের জন্য অর্থ আপনারা কোথাথেকে সংগ্রহ করেছেন? হুজুর প্রত্যুত্তরে বলেন, ইহার সার্বিক ব্যয়ভার বহণ করেছেন ইংল্যাণ্ডের আহমদীরা। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাদের দেওয়া চাঁদাতেই ইহা নির্মিত হয়েছে।

আর একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেন: "আপনারা কি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পক্ষপাতি?" হুজুর উত্তর দেন: 'সরাসরি বা প্রত্যক্ষ সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটানো আমাদের লক্ষ্যবস্তু নয় এবং আমরা ইহার পক্ষপাতি বা ইহাতে বিশ্বাসীও নই। আমরা আল্লাহ্ ও রসুলগণের উপর ঈমান, ধর্মীয় মৌলবিশ্বাস বা আকীদা এবং সেগুলির অনিবার্য প্রয়োগ ও তাগিদ স্বরূপ উচ্চাঙ্গীন মানবীয় চারিত্রিক মূল্যবোধ অর্থাৎ উচ্চ-আখলাক জগৎময় বিস্তার দিতে চাই। ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য এবং এ লক্ষ্যেই আমরা সচেষ্ট আছি। সাংস্কৃতিক বিপ্লব উল্লেখিত লক্ষ্যে চলমান প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে আপনাপনি সংঘটিত হবে। যে বিপ্লব স্বয়ং মানুষের ভিতর (অন্তঃকরণ) থেকে প্রস্ফুটিত হয়, সেটাই হয়ে থাকে প্রকৃত ও দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লব।'

একটি প্রশ্ন ছিল এই যে, আপনার জামাতের উদ্দেশ্য হলো সকল ইসলামী ফেরকা ও অন্যান্য সকল ধর্মকে ঐক্যবদ্ধ করা। এউদ্দেশ্য সফলের লক্ষ্যে আপনার জামাতের হাতে কি প্রোগ্রাম বা কর্মসূচী রয়েছে? হুজুর বলেন: আমরা পারস্পরিক শত্রুতা ও হিংসা-দ্বেষের ঘোর বিরোধী, এবং শান্তি ও সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী এবং উহারই পক্ষপাতি। আর এরই পাশাপাশি আমরা এটাও চাই যেন সত্যিকার ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সেজন্য আমাদের ঐক্যের পদ্ধতি ও লক্ষ্য ভিন্নতর। সেক্ষেত্রে আমাদের পদ্ধতি তাই, যা অবলম্বন করেছেন নবীগণ। আমরা সমগ্র মানবজাতিকে আল্লাহ্‌তায়ালার পতাকাধীন সমবেত করতে চাই। আমরা ধর্মীয় আকীদা ও বিশ্বাস এবং আদর্শগত ভাব-ধারণার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সামঝোতা বা গোঁজামিল (Compromise)-এ বিশ্বাস রাখি না। আদর্শগত ভাব-ধারনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে এরূপ সমঝোতা বা গোঁজামিল (Compromise) তো কৃত্রিম ঐক্যের উদ্দেশ্যে করা হয়। এরূপ ঐক্য ও সংহতি নাম-কে-ওয়াস্তে হয়ে থাকে এবং টিকসই ও দীর্ঘস্থায়ী সাব্যস্ত হয় না।

একজন সাংবাদিক সরাসরি প্রশ্ন করে জিজ্ঞাসা করলেন, চার্চের সহিত আপনাদের কি ধরনের সম্পর্ক হবে? হুজুর প্রত্যুত্তরে বলেন, কোন দু'টি ধর্ম যখন স্ব স্ব স্থলে একই খোদার পক্ষ থেকে হওয়ার দাবীদার হয় তখন সে দু'টির মধ্যে (পরস্পর) শত্রুতা থাকতে পারে না। কোন ধর্মই—যদি উহা প্রকৃতপক্ষে ধর্ম হয়ে থাকে তা'হলে,—অন্যদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা শিখাতে পারে না। যদি কোন ধর্ম অন্যের প্রতি শত্রুতা পোষণের শিক্ষা দেয়, তা'হলে উহা প্রকৃতপক্ষে ধর্মই নয়। বিশ্বাসগত মতভেদ সত্বেও চার্চের সহিত আমাদের সম্পর্ক শত্রুতা ভিত্তিক হতে পারে না।

জিজ্ঞাসা করা হয়, বর্তমানকালে ইউরোপে ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা বোধ ও অনিহা বেড়েই চলেছে তথাপি আমরা দেখতে পাই যে, আজকাল বিভিন্ন ধর্ম ইউরোপের উপর অভিযান চালিয়েছে। আপনার দৃষ্টিতে এর কারণ কি? হুজুর উত্তরে বলেন যে, এটা সত্য কথাই যে,

ইউরোপের লোকদের মধ্যে ধর্মের প্রতি অনুরাগ ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। ইহার ফলে এখানে এক রুহানী শূন্যতার সৃষ্টি হয়ে পড়েছে। শূন্যতা কখনও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। ধর্মের প্রতি অসন্তোষের ফলে সেখানে পথভ্রষ্টতা ও উশৃঙ্খলতাও বেড়ে যাচ্ছে বরং উহা ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে সেজন্যই এর পাশাপাশি তাদের মধ্যে এক নতুন ব্যবস্থা ও নয়া নেযামের অন্বেষা ও স্পৃহাও সজোরে জাগরুক হয়ে উঠছে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী এ শুন্যতাকে নিজ নিজ ধর্মের দ্বারা পুরণ করতে সচেষ্ট। আমরা বিশ্বাস রাখি যে, একমাত্র ইসলামই এই শুন্যতাকে পুরণ করতে সফলকাম হবে।

এপর্যায়ে একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করলেন, স্পেনে আহমদীদের সংখ্যা কত? এর উত্তরে হুজুর বলেন প্রথম বার ১৯৫৭ সনে আমি স্পেনে এসেছিলাম। প্যালেষ্টাইনে মসীহ (আঃ) যত সংখ্যায় খৃষ্টান বানিয়ে ছিলেন, উহার তুলনায় এখানে (আহমদীদের সংখ্যা) তিন গুণ বেশী। প্রকৃতপক্ষে শুরুতে যদি সংখ্যা কম থাকে তাতে কিছুই যায় আসে না; আসল গুরুত্ব হলো এবিষয়-টিরই যে Productive cell-এর ন্যায় প্রত্যেক আহমদীর মধ্যে বর্ধন ও সম্প্রসারণের ক্ষমতা ও জযবা থাকা উচিত। যদি এই ক্ষমতা ও স্পৃহা বিদ্যমান থাকে তা'হলে সংখ্যা বৃদ্ধি মোটেও মুশকিল নয়। এ কথাই আমি স্পেনিশ আহমদীদেরকে বলেছি। আমি তাদের বলেছি যে, তোমরা সংখ্যা স্বল্পতায় হতাশ হয়ো না বরং Productive cell স্বরূপ হতে চেষ্টিত হও। যদি প্রত্যেক আহমদী প্রতিবৎসর একজন করে আহমদী বানাতে থাকে তা'হলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যাবে।

আর একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, কোরআনে কি কোন ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায়? হুজুর বললেন যে, সুরা 'তা-হা'-তে এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের হাদীসে আখেরী জামানায় অত্যন্ত বিভীষিকাময় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধার ভবিষ্যদ্বাণী মজুদ রয়েছে। এসব আয়াত ও হাদিসে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, কোন কোন অঞ্চল থেকে জীবনের চিহ্নটুকুও মুছে যাবে।

একজন সাংবাদিক মন্তব্য রাখেন যে, আপনার জন্য তো ইহা গর্বের বিষয় যে এঅনুষ্ঠানে বিশ্ব আদালতের সাবেক প্রেসিডেন্ট মহামান্য চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান ও নবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালাম-এর ন্যায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মহান ব্যক্তিও উপস্থিত রয়েছেন।

হুজুর বলেন, ইহা আল্লাহ্তায়ালার ফজল এবং তাঁর পুরস্কার বিশেষ। আমরা এর জন্য আমাদের রব্বের শোকর গুজার, এবং আশা রাখি, ভবিষ্যতে তিনি এরূপ আরও কৃতী ব্যক্তি জামাতে সৃষ্টি করবেন।

কোন কোন সাংবাদিক ইরাণ ইত্যাদির পরিস্থিতি সম্বন্ধেও প্রশ্ন করতে চেয়েছিলেন। সে প্রসঙ্গে হুজুর বলেন, এ সব রাজনৈতিক কথা, আমাকে এ বিতর্কে টানবেন না। কেননা আমাদের জামাত ঐকান্তিকভাবেই একটি ধর্মীয় জামাত। কোন দুনিয়াবী তথা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই, আমাদের সম্পর্ক রয়েছে শুধু একজন মহান অস্তিত্বের সহিত, এবং তিনি হলেন আমাদের প্রভু হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

এ প্রেস কনফারেন্স প্রায় এক ঘন্টা কাল স্থায়ী থাকে এবং বিকাল সাড়ে ছয় ঘটিকায় সমাপ্ত হয়।

উদ্বোধনী জনসভা : ঈদের পরিমণ্ডল

গত সংখ্যায় যেমন বর্ণিত হয়েছে, ১০ই.সেপ্টেম্বর ১৯৮২ইং—মসজিদে-বাশারতের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিনটি সারা জগৎ ব্যাপী আহমদীদের জন্য ঈদের আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উদিত হয়েছিল এবং সে দিনে এক কোটিরও অধিক মানুষের হৃদয় থেকে বিচ্ছুরিত আনন্দচ্ছটা বিশ্বের প্রায় ৪০টি দেশ থেকে আগত তাদের দু'হাজার প্রতিনিধির মধ্য দিয়ে পেড্রোবাদ সংলগ্ন ঐ মনোরম ভূখণ্ডটিতে এসে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল যেখানে মসজিদে-বাশারত নির্মিত হয়ে উহার মিনারাগুলি থেকে স্পেনে ইসলামের পুনর্জীবনের সুসংবাদ ঘোষণা করছে। যদিও সেদিন ভোর হ'তেই ঐশী নির্দেশনায় কর্ডোভার অনতিদূরে নির্বাচিত পেড্রোআবাদের ঐ সৌভাগ্যমণ্ডিত ভূ-খণ্ডটিতে বিশ্বের জাতিবর্গের ঐ সকল প্রতিনিধির আগমনে উচ্ছ্বসিত আনন্দের ঢেউ খেলতে শুরু করেছিল—তারপর সেখানে ঐতিহাসিক উদ্বোধনী জুমার নামায আদায়ের পর (খোৎবা সহ যার আনুসঙ্গিক বিস্তারিত বিবরণ বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে) সেই ক্রমবর্ধমান আনন্দ তখন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে শীর্ষ-বিন্দুতে উপনীত হয় যখন বিকাল সাত ঘটিকায় মসজিদে-বাশারতের কম্পাউণ্ডে আয়োজিত উদ্বোধনী জনসভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে আমন্ত্রিত এতদঞ্চলের বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত কর্ডোভা পেড্রোআবাদ ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য পল্লী ও জনপদগুলি থেকে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা দলে দলে উৎফুল্লচিত্তে মসজিদের দিকে ছুটে আসতে আরম্ভ করেন। যাঁদের সংখ্যা কিছুক্ষণের মধ্যে তিন হাজারকেও ছাড়িয়ে যায় এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আগত দু'হাজার আহমদী সমেত এ জনসভায়ে যোগদানকারীদের সংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ হাজার চেয়েও ঢের বেশী, এমনকি মসজিদ ও মিশন-হাউসের সুবিস্তীর্ণ কম্পাউণ্ড পুরুষ ও মহিলায় ভরে যায়—চতুর্দিকে শুধু মানুষই মানুষ দেখা যায়—সহাস্য, সরব ও আনন্দমুখর মানুষ।

সুসজ্জিত ও সুবিশাল প্যাণ্ডেল

এই উদ্বোধনী জনসভা অনুষ্ঠানের আয়োজন মসজিদে-বাশারতের কম্পাউণ্ডে এক বিশাল শামিয়ানার নীচে করা হয়েছিল। ষ্টেজের পিছন দিকে উঁচু করে টাঙ্গানো আকাশী রঙের একটি বড় সাইজের কাপড়ের উপর অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও সুশ্রী অক্ষরে কলেমা-তৈয়ব—لا اله الا الله محمد رسول الله লিখা ছিল, যার নীচে স্পেনিশ ভাষায় উহার তরজমা লিপিবদ্ধ ছিল। এই মনোরম ব্যানারটি প্রত্যেক আগমনকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। এছাড়া সমগ্র প্যাণ্ডেলকে বিভিন্ন আকর্ষনীয় ব্যানার দ্বারা সাজানো হয়েছিল। সেগুলিতে ইসলামের সৌন্দর্য্য ও বৈশিষ্ট্যমূলক কথা ও হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ইলহামী বাণীসমূহ স্পেশি ভাষায় লিপিবদ্ধ ছিল। স্থানীয় স্পেনিশ জনসাধারণের ক্রমাগত আগমনে মনে হচ্ছিল যেন মসজিদে-বাশারত তাদেরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে চলেছে এবং তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে চলে আসছে। বিকেল সাড়ে ছয়টা নাগাদ মসজিদের বিশাল কম্পাউণ্ডে ঐশী নিয়ন্ত্রণে

স্পেনীয় লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। তাঁরা শামিয়ানার বাহিরে কম্পাউণ্ডের শেষ প্রান্ত ব্যাপী ছড়িয়ে ছিলেন। তারা সকলই আনন্দ চিত্তে পরস্পর আলাপরত ছিলেন এবং এতদঞ্চলে সুরম্য মসজিদটি নির্মাণে তাদের প্রফুল্লতা ফুটে উঠেছিল। দু'হাজারেও অধিক চেয়ার পাতা ছিল। কিন্তু সেগুলি পূরণ হয়ে যাওয়ার পর এক হাজারেরও অধিক অভ্যাগত স্পেনিশরা আনন্দের সহিত দাঁড়িয়ে থেকে উদ্বোধনী সভার কার্যক্রম শুনার জন্য তাদের স্বতঃস্ফূর্ত সম্মতি প্রকাশ করলেন। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পোষাক পরিহিত আহ্‌মদীরা আগন্তুক স্পেনিশদের জন্য চেয়ার ছেড়ে দিয়ে নীচে বিছানো প্লাষ্টিকের চাঁদর গুলির উপর স্বচ্ছন্দে সুশৃঙ্খলভাবে বসে পড়েন। এক অপূর্ব দৃশ্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, যা দেখে প্রতীয়মান হচ্ছিল যেন কালো ও ধলা, পাশ্চাত্য ও প্রতিচ্যবাসী এক জায়গায় একত্রিত হয়ে পরস্পর একীভূত হয়ে যাওয়ার সুনিশ্চিত ইঙ্গিৎ প্রদান করছিলেন, যেন ঐ সময় আগত প্রায়, যখন ধর্ম-জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রকারের বৈষম্যমূলক চিহ্ন মুছে গিয়ে পৃথিবীর মানুষ সত্যিকার অর্থে অখণ্ড মানবজাতিতে পরিণত হওয়ার জন্য কলেমা-তৈয়ব 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ''-এর পবিত্র পতাকার নীচে সমবেত হয়ে যাবে। এ উদ্বোধনী জনসভায় আমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন পার্শ্ববর্তী শহরগুলির মেয়র, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের উর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং পাদ্রী সাহেবান।

ঠিক বিকাল সাত ঘটিকায় ৪র্থ খলিফাতুল মসীহ সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) শুভাগমন করলে সকলে দাঁড়িয়ে হুজুরকে সাদর সম্বর্ধনা জানালেন। হুজুর মঞ্চে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করলেন। তাঁর ডান পার্শ্বে হযরত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব এবং বামপার্শ্বে মোহতরম প্রফেসর ডঃ আবদুস সালাম সাহেব উপবিষ্ট হলেন। মঞ্চের এক প্রান্তে বিছানো দু'টি চেয়ারের মধ্যে একটিতে বসলেন গ্রেড্রোআবাদের মেয়র জনাব মিগেল গার্সিয়া (Miguel Gurcia) এবং দ্বিতীয়টি নির্দিষ্ট ছিল মসজিদের আর্কিটেক্ট জনাব ডনজোসে লুইস লোপেই লোপেজ ইলোরেগো (Don juse Luislopey lopez Elorago)-এর জন্য।

হুজুর (আইঃ) আসন গ্রহণ করার পর এই বিশেষ উদ্বোধনী গণ-অনুষ্ঠানটি আরম্ভ করা হয় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে, যা হুজুরের নির্দেশক্রমে লাহোরের জনাব মুনির আহমদ জাভেদ সাহেব তাঁর সুললিত আকর্ষণীয় কণ্ঠে সম্পন্ন করলেন। এর পরে পরেই মোবাল্লেগে-স্পেন মৌলানা কারাম এলাহী জাফর সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডঃ আতা এলাহী মনসুর সাহেব উক্ত তেলাওয়াতকৃত সুরা বাকারার ১২৮-১৩২ নং আয়াত গুলির স্পেনিশ ভাষায় তরজমা পাঠ করে শোনালেন যাতে উপস্থিত সহস্র সহস্র স্পেনবাসী কুরআন মজীদ থেকে পাঠিত অংশটির মমার্থ বুঝতে পারেন। সুদীর্ঘকাল পর নির্মিত মসজিদের উদ্বোধনের সহিত উক্ত আয়াতগুলির মর্মগত গভীর সামঞ্জস্যের কারণে এ উদ্বোধন উপলক্ষে উক্ত আয়াত গুলির তেলাওয়াত সকলের অন্তরে গভীর রেখাপাত করে এবং সকলকে অভিভূত করে

তুলে। সেই অবস্থাতেই হুজুর ইজতেমায়ী দোওয়া করালেন। সকল আহমদী পুরুষ ও মহিলা হুজুরের সহিত সকাতরে দোওয়ায় শরীক হলেন—এদোওয়া ছিল স্পেনে ইসলামের রুহানী বিজয়ের জন্য আল্লাহ্‌র হুজুরে আকুল প্রার্থনা। তারপর হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সাহাবী মরহুম হেকীম মোহাম্মদ হুসেন (মরহমে-ঈসা) এর লণ্ডনে বসবাসরত পুত্র জনাব আদম আবদুল ওয়াসে' চুগতাই সাহেব 'দুররে সমীন' থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) রচিত 'মাহমুদ কি আমীন' নজমের কিয়দাংশ অতি মধুর কণ্ঠে পাঠ করে শোনালেন। উক্ত পঠিত নজমটিও স্পেনিশ ভাষায় অনুবাদ করে শোনালেন জনাব ডঃ আতা এলাহী মনসুর সাহেব।

মৌলানা কারাম এলাহী জাফরের বক্তৃতা ঃ

এর পর স্পেনের প্রবীণতম মোবাল্লেগ মৌলানা কারাম এলাহী জাফর সাহেব স্পেনিশ ভাষায় তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে মসজিদ তামির ও উহার উদ্বোধনের কথা উল্লেখ করে বললেন যে, এই উদ্বোধনী গণ-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হলো, আমরা যেন আল্লাহ্‌তায়ালার এ মহান এহ্‌সানের জন্য তাঁর হুজুরে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারি। তিনি স্পেনিশ শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান-সূচীও ঘোষণা করেন।

হযরত চৌধুরী মোঃ জাফরুল্লাহ খানের বক্তৃতা

এর পর হযরত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্‌ খান সাহেব ইংরেজী ভাষায় ভাষণ দান করেন তিনি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব ও তাঁর দ্বারা অভ্যুদিত মহা বিপ্লব এবং তাঁর রিসালত ও কিয়ামতকাল ব্যাপী তাঁর কল্যাণ প্রবহমানতার কথা উল্লেখ করার পর স্বয়ং তাঁরই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আঁ-হযরত (সাঃ)-এর একজন মহান আধ্যাত্মিক পুত্রের মর্যাদায় আখেরী যামানায় সৈয়্যদনা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব এবং জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠা ও উহার উদ্দেশ্যাবলীর উপর সারগর্ভ আলোক-পাত করেন। পরিশেষে তিনি কুরআনী ওয়াদা, হযরত নবী করীম (সাঃ) প্রদত্ত সুসংবাদ এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ঘোষিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী জামাতে আহমদীয়াতে খেলাফতের স্বর্গীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন ও উহার বরকত ও কল্যাণ ব্যক্ত করেন, এবং বলেন যে, সেই ওয়াদা ও সুসংবাদ এবং সেই ভবিষ্যদ্বাণী নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বাস্তবায়িত ও পূর্ণ হয়ে আসছে এবং উহার ফলশ্রুতিতে দ্বীনে-ইসলামের বিজয়াভিযান ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। স্বয়ং হিঃ পনের শতাব্দীর প্রারম্ভে সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) খেলাফতে-আহমদীয়ার মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ঘটনা হলো উহার অভিনব প্রমাণ। এ অভিনব প্রমাণটিতে বিশ্বের জাতি-বর্গ ও মানবজাতির জন্য গভীর মনোনিবেশ ও চিন্তার খোরাক রয়েছে। হায়, যদি তারা এদিকে গভীর দৃষ্টিপাত ও মনোনিবেশ করতে পারতেন এবং ঐশী তকদীর ও স্বর্গীয় ফয়সালা অনুধাবনে সচেষ্ট হতেন !!

প্রফেসর ডঃ আবদুস সালামের ভাষণ ঃ

হযরত চৌধুরী মোঃ জাফরুল্লা খান সাহেবের বক্তৃতার পর নবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালাম সাহেব ইংরেজী ভাষায় সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর ভাষণে সবিশেষ উল্লেখ করেন যে হযরত নবী করীম (সাঃ) কুরআনী শিক্ষা ও অনুশাসনের আলোকে তাঁর অনুসারীদেরকে নির্দেশ দান করেছেন তারা যেন জ্ঞানাহোরণ করে এবং বিশেষতঃ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান-বিজ্ঞায় বুৎপত্তি লাভে সচেষ্ট হয়। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর এ তাগিদপূর্ণ নির্দেশনারই ফলশ্রুতি ছিল যে, তাঁর অনুসারীবৃন্দ একশ' বছরের মধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলীর তরজমা করে ফেলেন এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মহান কৃতি সম্পাদন করতে থাকেন। তিনি

El jefe supremo de la comunidad y el premio Nobel, Abdus Salam, durante el acto inaugural. (Foto Framar)

ফটো ঃ লেন্‌জ ডে কর্ডোবা (স্পেন)

তাঁর ভাষণে এ বক্তব্যটি রাখতে গিয়ে বলেন যে মুসলমানদের 'এল্‌মী জেহাদ' ও জ্ঞান সাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল কর্ডোভা। তারপর তিনি বলেন যে, মুসলমানদের ঐ সাধনার ফলশ্রুতি হিসাবে কত মহান দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী এবং দ্বীনি সংস্কারকদের উদ্ভব ঘটেছে এবং তাঁহাদের জ্ঞানমূলক কৃতি ও কল্যাণকর অবদান সমূহের ফলশ্রুতিতে জগতে অপূর্ব বিপ্লব সাধিত হয়েছে! তিনি স্পেনের উপর ইসলাম এবং মুসলমানদের এহ্‌সান ও কল্যাণের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করার পর সৈয়াদনা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, তিনিও তাঁর জামাতে এমন সব ব্যক্তি জন্ম লাভের সাংবাদ দিয়ে গিয়েছিল, যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে সিদ্ধি লাভ করবেন এবং এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সৃষ্টি করে দেখাবেন। পরিশেষে তিনি বলেন, আজ আমরা স্পেনের মাটিতে এ মসজিদটির উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে যা দেখতে পাচ্ছি—তাতে এই প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়ায় এবং এবিষয়টি চিহ্নিত হয় যে অদূর ভবিষ্যতে ইসলাম পুনরায় কি ভূমিকা পালন করে দেখাবে।

ডঃ আতা ইলাহী মনসুর সাহেব, যিনি আল্লাহ্‌র ফজলে স্পেনিশ ভাষায় অত্যন্ত পারদর্শী তিনি হযরত চৌধুরী মোঃ জাফরুল্লাহ্‌ খান সাহেব ও মোহতরম প্রফেসর আবদুস সালাম সাহেবের ভাষণ দু'টি সঙ্গে সঙ্গে স্পেনিশ ভাষায় তরজমা করে শোনালেন যাতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সহস্র সহস্র স্পেনবাসী আহমদীয়তের ঐ দু'জন কৃতী সন্তানের কথা শ্রবণে উপকৃত হতে পারেন।

উদ্বোধনী গণঅনুষ্ঠানে

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর

গুরুত্বপূর্ণ সারগর্ভ ও মর্মস্পর্শী ঐতিহাসিক ভাষণ

পরিশেষে সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) উপস্থিত প্রায় ছয় হাজার সুধীবৃন্দের সামনে ইংরেজী ভাষায় ঐতিহাসিক উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। হুজুরের সে ভাষণটির স্পেনিশ তরজমা বৃহৎ সাইজের সুদৃশ্য পুস্তিকাকারে পূর্বাহ্নেই সকলের মধ্যে বিতরণ করে দেয়া হয়েছিল।

একটি হৃদয়গ্রাহী অনুষ্ঠান ঃ

ভাষণ শুরু করার পূর্বে হুজুর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন। কিন্তু ঐ ঘোষণাটির পূর্বে একটি অতি হৃদয়গ্রাহী ও প্রীতিব্যঞ্জক অনুষ্ঠান হয়। সেটিছিল এই যে, হুজুর (আইঃ)-এর দু'জন ছোট কন্যা স্নেহাস্পদ ইয়াসমীন রহমান (সাল্লামাহাল্লাহু তায়ালা) ও স্নেহাস্পদ আতিয়াতুল মুজীব (সাল্লামাহাল্লাহু তায়ালা) এবং তাঁদের সমবয়সী দু'জন স্পেনিশ আহমদী মেয়ে পরস্পর বোন হয়েছেন। স্নেহাস্পদ ইয়াসমীন রহমান (সাল্লামাহা) ষ্টেজে এসে তাঁর মুখ বলা বোন স্পেনিশ আহমদী ভ্রাতা জনাব আবদুর রহমান ক্লিমেন্তে ইস্কুবার-এর কন্যা মার্সিদেজ ইস্কুবার রিকোর সহিত হাত মিলাবার পর তাকে উপহার পেশ করলেন। তেমনিভাবে স্নেহাস্পদ আতিয়াতুল মুজিব (সাল্লামাহা) তার মুখ-বলা বোনের সহিত হাত মিলালেন এবং তাকে তোহফা পেশ করলেন। ফটোগ্রাফাররা এ অনুষ্ঠানটির ছবি তোলে নিলেন এবং স্পেনিশ অথিতিবৃন্দও এতে স্বতঃস্ফূর্ত হর্ষধ্বনি তুলে আনন্দ প্রকাশ করলেন।

একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা ঃ

এ হৃদয়গ্রাহী অনুষ্ঠানটির পর হুজুর (আইঃ) ঘোষণা করলেন যে, পেড্রোআবাদের মেয়র জনাব মিগেল গার্সিয়া-এর অনুমতিক্রমে আজ আমরা পেড্রোআবাদ ও রাবওয়াকে দুটি 'সিষ্টার সিটিজ' (Sister Cities)—'মিথুন বা যুগল শহর'' বলে আখ্যাত করছি। এ ঘোষণাটির সাথে সাথে সমগ্র পরিমণ্ডল না'রা-তকবীর—আল্লাহুআকবর এবং ''রাবওয়া—জিন্দাবাদ'' ''পেড্রোআবাদ—জিন্দাবাদ''-এর বর্ষধ্বনিতে মুখরিত ও গুঞ্জরিত হয়ে উঠলো। তেমনি সহস্র সহস্র স্পেনবাসী তাদের ভাষায় উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে 'ভিভা (Viva)—রাবওয়া'; 'ভিভা (Viva)—পেড্রোআবাদ' হর্ষধ্বনি তোললেন। তাঁরা তাদের প্রচলিত পদ্ধতিতে জোরদার করতালিও দিলেন।

হুজুর এ উপলক্ষে পেড্রোআবাদের সম্মানিত মেয়রকে বৃহৎ সাইজের ফ্রেম করা দু'টি তাম্র প্লেট উপহার পেশ করেন যেগুলির উপর কলেমা তৈয়ব এবং মসজিদে-বাশারত (পেড্রো-আবাদ) খোদিত ছিল। মাননীয় মেয়র উপহার দু'টি কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করলেন এবং সমগ্র পরিমণ্ডল স্পেনিশ অভ্যাগত জনগণের আনন্দমুখর হর্ষধ্বনি ও হাততালিতে পুনরায় বেশ কিছুক্ষণ গুঞ্জরিত হতে থাকলো।

(ক্রমশঃ)

(আল-ফজল, ৬ই অক্টোবর ১৯৮২ ইং)

সংকলন ও অনুবাদ—**মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ** সদর মুরুব্বী

মসজিদে বাশারত উদ্বোধন উপলক্ষে

স্পেনের পত্র-পত্রিকার মন্তব্য

'জামাত আহমদীয়া আমাদের মধ্যে পরমত সহিষ্ণুতা ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করতে চায়।'

'মসজিদ-বাশারতে সারা দিন আনা-গোনাকারীদের একটানা সারি বেঁধে থাকে।'

'এই মসজিদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হলো স্পেনকে রূহানীরূপে জয় করা'—ইমাম জামাত আহমদীয়া।'

"স্পেনিশ জাতিকে মহব্বত ব্যতীত অন্য কোন অস্ত্রের সাহায্যে জয় করা সম্ভব নয়'—ইমাম, জামাত আহমদীয়া।

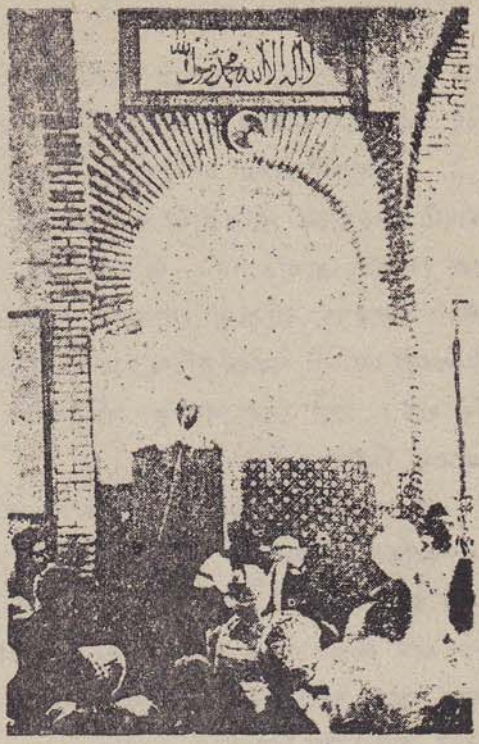

El jalifa supremo de la comunidad ahmadia se dirigió desde el Mirab de la nueva mezquita inaugurada ayer en Pedro Abad a los numerosos fieles de la secta, que desde gran número de paises, se desplazaron a dicha localidad cordobesa. — (Foto Ricardo)

[স্পেনে মসজিদ-বশারতের উদ্বোধন সম্বন্ধে সেখানকার বহু পত্র-পত্রিকায় সুবিস্তারিত সংবাদ, সম্পাদকীয় ও ফিচার বিভিন্ন ফটো সহ প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি স্বতন্ত্র পত্রিকা 'লাভজ ডে কর্ডোবা' (যার অর্থ হলো 'কর্ডোভার কণ্ঠস্বর') আধা দর্জন সংবাদ ও নিবন্ধ প্রকাশ করে এবং আর একটি প্রভাবশালী পত্রিকা 'কর্ডোবা' পাঁচটি সংবাদ ও নিবন্ধ পরিবেশন করে। এগুলির মধ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আঃ)-এর মনোরম ফটোও স্থান পায়।' দৈনিক 'আল ফজল' থেকে স্পেনের উক্ত পত্রিকা দ্বয়ে প্রকাশিত সংবাদ ও মন্তব্য সমূহের বঙ্গানুবাদ নিয়ে দেওয়া গেল]ঃ—

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'LAVOZ DE CORDOBA' 'লাভজ ডে কর্ডোবা ঃ

(১১ই—সেপ্টেম্বর ১৯৮২ইং, সম্পাদকীয়)

পেড্রোআবাদে মসজিদ

জামাত আহমদীয়ার ইমাম (খলিফা) হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব গতকাল গভীর আবেগ ও বিপুল জযবার সহিত পেড্রোআবাদে মুসলমানদের জামাত আহমদীয়ার মসজিদ উদ্বোধন করলেন। ইহা এক ঐতিহাসিক গুরুত্ববহ অনুষ্ঠান ছিল। কেননা এই মসজিদ কর্ডোভাতে সাত শ' বছর পর নির্মিত প্রথম মসজিদ। বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার কি মহিমা! আইনে যে এই কানুনের সংরক্ষণ বিধান করা হয়েছে—উহাতে কুরবান হোন। ইহারই কারণবশতঃ একটি সুস্থ সমাজে এ প্রকারের পরম সহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক

সম্মান সুচক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হলো এবং এই কানুনের অধীন নতুন জেনাবেশনের জন্য বিবিধ রকম রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার দ্বার উন্মুক্ত হতে চললো।

পেড্রোআবাদের মসজিদ নিঃসন্দেহে জামাতে আহমদীয়াই তামির করেছে এবং ইহার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পাকিস্তানী ও অপরাপর সদস্যরা যোগদান করেছেন, যাঁরা জগতের সকল অঞ্চল থেকেই এসেছিলেন। এ জামাতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বিজ্ঞান জগতের একজন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিও যোগদান করেন। এ অট্টালিকাটি কর্ডোভার জন্য শুধু একটা অট্টালিকাই নয় বরং পরমত-সহিষ্ণুতার বাহক ও প্রতীক স্বরূপ এক গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় ঐতিহাসিক সৌধ বটে। ইহা সেই পরমত সহিষ্ণুতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ, যা কর্ডোভার প্রাচীন যুগে খলিফাদের জামানায় বিরাজ করতো।.....

এই নতুন মসজিদের সুদৃশ্য শুভ্র মিনারগুলি গুয়াদাল কুইভার (ওয়াদি-উল-কবীর) নদীর কূলে অবস্থিত পেড্রোআবাদ পল্লীটির সহিত বিজড়িত ঐতিহাসিক গুরুত্ববহ ভাবাবেগ সমূহ জাগিয়ে তুলে। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, বর্তমান কর্ডোভা ও স্পেনে খ্রীষ্টান শাসনের শিকড় সুদৃঢ় বটে কিন্তু এটাও বাস্তব সত্য যে, তারা পারস্পরিক সহিষ্ণুতার আদর্শ ও দৃষ্টান্ত জগতের সামনে তুলে ধরছে, এবং এ ঘটনাটি হলো সাবেক ইতিহাসের জখমগুলো শুকানোর ও আরোগ্য-করণের আইনানুগ সমাধান।

আইনের পরিধিতে সংরক্ষিত ধর্মীয় স্বাধীনতার পরিমণ্ডল ও আবহাওয়ায় আমরা জামাতে আহমদীয়াকে 'খোশ আমদেদ' জানাচ্ছি—এবং 'ধর্মীয় যুদ্ধে'র উল্লেখ থেকে দূরে থাকাই সমীচীন মনে করছি, কেননা এ উপলক্ষে সেগুলোর উল্লেখ পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ও ভ্রাতৃত্বের আব-হাওয়ার পরিপন্থি হবে, এবং এঁরা (আহমদী মুসলমানরা) আমাদের মধ্যে পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ও ভ্রাতৃত্বই কায়েম করতে চান।

সাত শ' বছর পর কর্ডোভার ইনচার্জ পাদ্রী এবং মুসলমানদের জামাতে আহমদীয়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে জামাতে আহমদীয়া পেড্রোআবাদে তাদের মসজিদ উদ্বোধন করলো ...এই অনুষ্ঠানে যোগদানকারীদের প্রায় অর্ধেক ভাগ ঐ সকল লোক ছিলেন, যারা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত জামাতে আহমদীয়ার শাখা সমূহের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যাঁদের অধিকাংশ ইংলেণ্ডের আহমদীয়া জামাতের সদস্য ছিলেন। আর বাদবাকি ছিলেন পেড্রোআবাদ ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দারা। যোগদানকারীদের মধ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরাও ছিলেন, যাঁরা স্পেন ও সমগ্র জগতকে রুহানীরূপে জয় করার সংকল্প রাখেন। তাঁদের মধ্যে পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও জাতি সঙ্ঘের জেনারেল এসেম্বলীর সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব ও পদার্থ বিজ্ঞানে নবেল পুরস্কার বিজয়ী ডঃ আবদুস সালাম—দু'জন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। মসজিদে-বাশারতে সারা দিন আগুন্তুকদের একটানা লাইন লেগে থাকে। স্পেনিশ ও অন্যান্য ভাষার কণ্ঠস্বর কানে এসে বাজতে থাকে।

সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ জনসভায় এরূপ অনন্য ব্যক্তি ছিলেন, যিনি আহমদীয়া জামাতের প্রবর্তক কাদিয়ানের হযরত আহ্‌মদকে সাক্ষাৎরূপে চেনেন এবং সেই সম্পর্ক ও দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি উপস্থিতবৃন্দের সামনে তাঁর বক্তব্য রাখেন ও ভাষণ দান করেন। নবেল বিজয়ীও কুরআন করীম ও ইসলামের ব্যবহারিক দিক পেশ করে বলেন যে, জ্ঞানাহোরণ এবং উহার সাধনা একজন মুমেন মুসলমানের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। তেমনি কারাম ইলাহী জাফর সাহেবও তাঁর নিজের বক্তব্য রাখেন। তারপর দক্ষিণ এশিয়া, পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকা, ইউরোপ এবং আমেরিকার দেশগুলি থেকে আগত প্রতিনিধিদের বাণী ও মোবারকবাদ ও সালাম পৌছানো হয়। সবার শেষে জামাতে আহমদীয়ার ইমাম খলিফাতুল মসীহ রাবে' শান্তি, প্রীতি, সৌহার্দ, স্বস্তি, ইনসাফ ও স্নেহ-মমতার বাণী প্রদান করেন। তেমনি তিনি স্থানীয় ও জাতীয় প্রশাসনের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এজন্য যে তাঁরা এই মসজিদ তামির প্রসঙ্গে ভরপুর সহযোগিতা দান করেছেন। তিনি বলেন যে, জগতে এমন জাতিবর্গও আছে যাদেরকে বলপ্রয়োগে জয় করা যেতে পারে কিন্তু স্পেনিশজাতি সে সব জাতির অন্তর্গত নয়। তিনি বলেন, 'তাঁর পথ হলো পবিত্র কুরআনের পথ।' এমনি ধারায় এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলো। এটা ছিল দু'টি ভিন্নতর জাতির মিলন। ধর্মীয় অনুসাশনের প্রেক্ষিতে এঁরা মসজিদে পাঁচবার নামাজ আদায় করে থাকেন। প্রথমটি সকাল সকাল সাড়ে ছয়টায়, দ্বিতীয়টি অথবা শুক্রবারে জুমার নামাজ যা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ—দ্বিপ্রহর দেড় টায়, তারপর সন্ধ্যা সাড়ে আটটায় এবং তার পরবর্তী নামায রাত সোয়া দশটায় আদায় করা হয়।

তিন কোটি লোকের একটি মসজিদ

সরকারী ভাবে অনুমতি পাওয়ার পর এ মসজিদটির তামির শুরু হয় ভিত্তি স্থাপনের মাধ্যমে ১৯৮০ সালের অক্টোবর মাসে, এবং নির্মাণ কাজ এ বছর ফেব্রুয়ারীতে সম্পন্ন হয়।

স্পেনের এ মসজিদটির আর্কিটেক্ট হলেন কর্ডোভাবাসী লোপেজই লোপে ডেরাগো। পেড্রোআবাদের একটি স্থাপত্য সংস্থা ইহা তামির করেছে। ৬৩৩৩ বর্গ মিটার জমির মধ্যে ৬২৩ বর্গ মিটারে তামিরকৃত ইমারত রয়েছে।

ইহার নির্মাণ-প্রণালী ও নকশা আকর্ষণীয়, যা প্রকৃতির পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলীকে খাপছাড়া বা বিকৃত হতে দেয় না বরং ইহা প্রাকৃতিক দৃশ্যের সহিত সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। ইহার আর্কিটেক্ট ও স্থপতির কথা অনুযায়ী ইহার স্থাপত্য-প্রণালী রয়েছে কর্ডোভার পছন্দনীয় প্রণালী বিশিষ্ট—যেমন, মেহ্‌রাব এবং সদর দরজা। অবশ্য ইহার আকাশ-চুম্বি মিনারা গুলি জামাতে আহমদীয়ার প্রবর্তকের শহরস্থ (অর্থাৎ কাদিয়ানের—অনুবাদক) মসজিদের মিনারার অনুকরণে নির্মিত। ইমারতের আকৃতি হলো (ইংরেজী অক্ষর) L এর ন্যায়, যার মধ্যে মক্কার দিকে মুখ করা মেহরাবযুক্ত অংশটিই হলো মসজিদ।"

ইউরোপে বিশ হাজার সদস্যের একটি জামাত

ইসলামে আহমদীয়া জামাত কাদিয়ানের হযরত আহমদের দ্বারা ২৩শে মার্চ ১৮৮৯ইং লুধিয়ানা শহরে (ইণ্ডিয়া) কায়েম করা হয়। তিনি ইসলামের আকীদা অনুযায়ী প্রতিশ্রুত

মসীহ এবং জামাতে আহমদীয়া তাঁর সম্বন্ধে এ বিশ্বাসই রাখে। তিনি ১৯৩৫ইং সালে এক মোগল পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর আবির্ভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমন সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে—যেমন হযরত ইয়াহিয়া (আঃ)-এর রূপে হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর আগমন (সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী) পূর্ণতা লাভ করেছিল।

১৯৪৭ইং ভারতবর্ষ-বিভাগের সময় তারা (আহমদীরা) পাকিস্তানে হিজরত করে আসেন এবং রাবওয়া শহর আবাদ করেন, যা হলো তাদের কেন্দ্র। আজ এ জামাত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে এবং তাদের ইমামের কথা অনুযায়ী ইউরোপে তাদের প্রায় বিশ হাজার সদস্য রয়েছেন, যাদের অধিকাংশ ইংল্যাণ্ডে বাস করেন।

১৯০৮ইং সনে জামাতে আহমদীয়ার প্রবর্তক ইন্তেকাল করেন। জামাতের বর্তমান ইমাম হলেন এজামাতের ৪র্থ খলিফা, এবং যে মসজিদ পেড্রোআবাদে উদ্বোধন করা হলো উহা হলে স্পেনে তাদের প্রথম মসজিদ, যা কর্ডোভার জামাতের ইমাম (মোবাল্লেগ) কারাম এলাহী জাফর এবং তাঁর পাঁচজন সহকারীর জন্য (কেন্দ্র স্বরূপ স্থাপিত হলো)।

তাদের পয়গাম হলো পরস্পর ঐক্য প্রতিষ্ঠার পয়গাম—যে ঐক্য আপোষে সকল ধর্মে স্থাপিত হওয়া উচিত। সাধারন লোকের মধ্যে তাদের নিয়ম-পদ্ধতি এবং জীবনধারা সম্বন্ধে জানার আগ্রহ ও অন্বেষা বিদ্যমান দেখা যায়।

এ টাউনের মেয়র মিগেল গাসিয়া জনসাধারনের ধ্যান-ধারনা সম্বন্ধে যা জানিয়েছেন তা হলো এই যে, তাদের মধ্যে ঈর্ষার মনোভাব জেগেছে। এঁদেরকে তারা 'মূর' বলে, আর এদের সম্পর্কে কিছু প্রত্যাশাও তারা পোষণ করে এবং মনে করে যে এঁরা পুনরায় তাদেরকে জয় করার উদ্দেশ্যে এসেছেন।

মেয়র সাহেব জানিয়েছেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে এ মসজিদ স্থাপনকে ইতিবাচক দৃষ্টি-ভঙ্গীতেই দেখেন। রাজনৈতিক দিক থেকে এটা হলো আইনের অধীনে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার প্রতিষ্ঠার বাস্তবায়ন। এবং অর্থ নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইহার তামিরের দ্বারা বহু পরিবারের মঙ্গল হয়েছে, এবং পৌর-সভা উপকৃত হয়েছে। (ক্রমশঃ)

(আল-ফজল ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৮২ইং থেকে অনুদিত)

অনুবাদ—মোঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**
সদর মুরুব্বী

সন্তান তওল্লাদ

গত ৪ঠা অক্টোবর ৮২ইং রোজ সোমবার দুপুর ২ ঘটিকায় মোঃ মীর্যা আলী ও মিসেস মাহমুদা বেগমকে আল্লাহ্‌তায়ালা প্রথম পুত্র সন্তান দান করিয়াছেন। (আল-হামদুলিল্লাহ) নবজাতক শাহবাজপুর নিবাসী মোঃ আসগর আলী সাহেবের পৌত্র এবং ধানীখোলা নিবাসী মরহুম আফজালুল হক সাহেবের দৌহীত্র। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট সকাতরে দোয়ার আবেদন জানান যাইতেছে আল্লাহ্‌তায়ালা যেন নবজাতকে দীর্ঘজীবি ও খাদেমে দ্বীন করেন। আমীন।

আরব দেশগুলিতে মসজিদে-বাশারত (স্পেন)-এর প্রচার

বাহরাইন, কাতার, দুবাই, আবুধাবী ও সউদী আরবের টেলিভিশনে মসজিদের সাংবাদ সহ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ফিলম দেখানো হয়।

স্পেনে ইসলামের পুনরুত্থানের প্রতীক মসজিদে-বাশারত সম্বন্ধে প্রথম খবর ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৮২ইং বাহরাইনের টেলিভিশনের আরবী ও ইংরেজী নিউজ বুলিটিনে শুনানো হয়। এর সঙ্গে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত ফিলমও ছিল যার মধ্যে জামাতে আহমদীয়ার ইমাম এবং মসজিদে-বাশারতের ছবিগুলি বিশেষভাবে দেখানো হয়। সংবাদে বলা হয়:—'স্পেনে সাত শ' বছর পর মুসলমানদের এক নতুন মসজিদ উদ্বোধন করা হলো, যা একটি রাজপথের পার্শ্বে অবস্থিত।'

কিন্তু এ সংবাদের মধ্যে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় 'জামাতে আহমদীয়া' বা 'জামাতে আহমদীয়ার ইমাম'-এর নাম নিতে এড়িয়ে যাওয়া হয়। একই তারিখে (১৬ই সেপ্টেম্বর) উক্ত সংবাদ ছবি সহ কাতার, দুবাই ও আবুধাবীর টেলিভিশনেও দেখানো হয়। তেমনি—একই দিন সউদী আরব টেলিভিশনেও 'মসজিদে-বাশারত'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রচার কালে মসজিদের ছবি দেখানো হয়। অবশ্য ফিলম থেকে জামাতে আহমদীয়ার ইমামের ছবি বাদ দেওয়া হয়।

(বাহরাইন থেকে বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত প্রতিবেদন)

(সাপ্তাহিক 'লাহোর' ৩রা অক্টোবর ১৯৮২ইং সংখ্যা থেকে অনুদিত)

স্পেন সম্বন্ধে একটি ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

"সেই দিন দূরে নয় যখন সেই শাহাদাত বরণকারী জেনারেলের রক্ত বিন্দুর ডাক, অরণ্যে আর্তনাদকারী তাহার আত্মা স্বীয় আকর্ষণী শক্তির প্রকাশলীলা দেখাইবে এবং **সত্যিকার ও প্রকৃত মুসলমান স্পেনে পৌঁছিবে, এবং সেখানে যাইয়া ইসলামের পতাকা গাড়িবে।** তাহার আত্মা আজও আমাদিগকে আহ্বান জানাইতেছে এবং আমাদের আত্মাও চীৎকার করিয়া বলিতেছে, 'হে বিশ্বস্ত শহীদ! তুমি একা নহ, মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দ্বীনের সত্যিকার খাদিম ও সেবকগণ অপেক্ষমান রহিয়াছে। খোদা-তায়ালার পক্ষ হইতে যখন আওয়াজ আসিবে, তখন তাহারা পতঙ্গের ন্যায় ছুটিয়া সেই দেশে প্রবেশ করিবে এবং আল্লাহ্‌তায়ালার নূরকে সেখানে বিস্তার দান করিবে। .....সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট যদি এরূপ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্পেনের অধিবাসীরা আমাদের তবলীগ ও তা'লীম, আমাদের শিক্ষা বিস্তার ও প্রচারের দ্বারা কুফর ও শেরক পরিত্যাগ করিবে, অথবা আমাদের উপর তাহারা এত অত্যাচার করিবে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে মোকাবিলার অনুমতি আসিয়া যাইবে, এবং যাহারা কান ধরিয়া মুসলমানদিগকে তাহাদের দেশ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল, তাহারা নিজেদের কান ধরিয়া হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাজার শরীফে হাজির হইবে এবং নিবেদন জানাইবে যে, 'এই যে হুজুরের গোলামগণ হুজুরে হাজির' এবং সেই একাকী যুদ্ধকারী আত্মা বিফল মনোরথ হইবে না।"

(আল-ফজল ৬ই মে, ১৯৪৪ইং, পৃঃ ৪ এবং তারিখে আহমদীয়াত, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৪)

অনুবাদ : **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ** সদর মুরুব্বী

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ
৮ম বার্ষিক তালিম-ও-তরবিয়তী ক্লাস
ও
১১তম বার্ষিক ইজতেমা সম্পন্ন

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজল ও রহমতে গত ২২শে অক্টোবর হতে ২৮শে অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৭দিন ব্যাপী ৮ম বার্ষিক তালীম-তরবিয়তী ক্লাশ অত্যন্ত সাফল্যজনক ভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে। এই তরবিয়তী ক্লাশে কোরআন হাদীস, উর্দু, দ্বীনি মালুমাত, সাধারন জ্ঞান, বক্তৃতা প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রতিদিন ভোর ৪টা থেকে বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে কর্মসূচী শুরু হয়ে রাত ৮টায় শেষ হতো। ৩০টি মজলিস থেকে ১৩৪ জন খোদ্দাম এবং ৭০ জন আতফাল এই মহতী ক্লাশে যোগদান করেন।

গত ২২শে অক্টোবর বাদ জুমা বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতরম জনাব আমীর সাহেব এই ক্লাশের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা ইনসানকে সৃষ্টি করে তালিমের ব্যবস্থা নিজ হাতে রেখেছেন। উত্তম শিক্ষা দিয়েছেন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে। তিনি দুনিয়াতে সে শিক্ষাই প্রচার করে তাঁর অনুসারীদের উত্তম জাতিতে পরিণত করেন। অবশেষে মুসলমানগণ সে শিক্ষা ভুলে গিয়েছে। আল্লাহ্‌তায়ালা সে শিক্ষাকে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই জামাতে আহমদীয়াকে সৃষ্টি করেন।

জনাব আমীর সাহেব বলেন, আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট শুকর, তিনি আমাদেরকে সে জামাতভুক্ত করেছেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই মহান শিক্ষা গ্রহণ করে মূর্খ, অশিক্ষিত, নির্বোধ সকলেই এক উত্তম জাতিতে পরিণত হয়েছিল। এই যুগেও হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) সে শিক্ষাই আমাদেরকে দিতে এসেছেন।

কোরআন শিক্ষা ব্যাতিরেকে প্রকৃত তালিম হাসিল সম্ভব নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। মোহতারম আমীর সাহেব জামাতের সকলকে তথা আনসার, খোদ্দাম, আতফাল ও লাজনাকে স্ব স্ব স্থানে প্রকৃত তালিম হাসিল করতঃ মজবুত হওয়ার আহ্বান জানান। খোদ্দাম ও আতফাল জামাতের ভবিষ্যৎ বংশধর। তারা যেন সে ভাবে গড়ে উঠেন।

তিনি এই কল্যাণকর প্রোগ্রাম থেকে ফায়দা হাসিল করতে আহ্বান জানান। নামাজ ও জিকরে এলাহীর দিকে মনোযোগী হতে তিনি বিশেষ ভাবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উদ্বোধনী ভাষণে মোহতারম আমীর সাহেব স্পেন বিজয়ের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুস্লিম মিশনারী মাওলানা কারাম এলাহী জাফর সাহেবের চরম কুরবানী ও দো'য়ার কথা উল্লেখ করেন।

শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, তাঁরা যেন শিক্ষার্থীদের নেজামের দিকে মূল ধারণা প্রদান করেন যাতে তারা জামাত সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা নিয়ে ফিরে যেতে পারেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া, ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়া ও বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্মকর্তাগণ এবং সেলসেলার মুরুব্বী সাহেবানসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রায় দেড় শতাধিক খোদ্দাম ও আতফাল উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন পাঠ করেন চট্রগ্রাম মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্য জনাব মসিউর রহমান। আহাদ পাঠ পরিচালনা করেন মোহতরম জনাব ন্যাশনাল কায়েদ সাহেব। নযম পাঠের পর তরবীয়তী ক্লাশ ও ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নাজমুল হক সাহেব ক্লাশের প্রয়োজনীয়তা এবং উহার উদ্দেশ্য ইত্যাদির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। বিকাল ৩-০০ ঘটিকার সময় নির্ধারিত ক্লাশের কর্মসূচী শুরু হয়।

এই ক্লাশে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দু'জন সদর মুরুব্বী মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব ও মাওলানা আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব, সদর মোয়াল্লেম মৌঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব সেক্রেটারী তালিম বাঃ আঃ আঃ মোকাররম মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব এবং জামাতের বিশিষ্ট চিন্তাবিদগণ ক্লাশকে সার্থক করে তুলতে অনেক পরিশ্রম করেন। বিভিন্ন মজলিস থেকে আগত খোদ্দাম ও আতফালদেরকে প্রকৃত তা'লীম দিতে তারা বিশেষভাবে যত্নবান ছিলেন। তরবীয়তী ক্লাশের শেষের দিকে দ্বীনি-মালুমাতের উপর লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, অন্যান্য বারের তুলনায় এবার পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা সন্তোষজনক ছিল। বিশেষভাবে আতফালদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। ৭০ জন আতফালের মধ্যে ৬৬জনই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। দ্বীনি-মালুমাতের ১ম পত্রের পরীক্ষায় ৫২ জন খোদ্দাম পরীক্ষায় অংশ নেন।

২৯শে অক্টোবর শুক্রবার বাদ জুমা ১১তম বার্ষিক ইজতেমা উদ্বোধন করা হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন খুলনা মজলিসের জনাব মোঃ নুরুল্লাহ। আহাদ পাঠ পরিচালনা করেন ন্যাশনাল কায়েদ জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লা সাহেব। জনাব কাউসার আহমদ নযম পাঠ করেন।

উদ্বোধনী ভাষণে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতরম নায়েব আমীর সাহেব মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতিসমূহের সংশোধন হইতে পারে না'—পবিত্র উদ্ধৃতি দিয়ে ইজতেমায় উপস্থিত খোদ্দাম ও আতফালদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন যে, বর্তমানে পৃথিবীতে একমাত্র জামাতে আহমদীয়ার অংগ-সংগঠন মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়াই যুবকদের সংশোধন করে প্রকৃত মানুষ তৈরী করতে সক্ষম—এই কার্য্য অন্য কোন সংগঠন, দেশ বা জাতি করতে পারে এর দৃষ্টান্ত কোথাও দেখা যায় না বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

পরিশেষে মোহতরম নায়েব আমীর সাহেব সকল খোদ্দাম ও আতফালকে এই ক্লাশে যে সকল শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করে তুলতে আহ্বান জানান।

প্রথম অধিবেশনে মোতামাদ আবদুল জলিল ৮১-৮২ সনের বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন। জনাব শাহাবউদ্দিন সাহেব নায়েমে মাল আর্থিক বিষয়ের রিপোর্ট পেশ করেন।

২ দিন ব্যাপী এই দ্বীনি ইজতেমায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষা, বক্তৃতা, কোরআন তেলাওয়াত, নযম পাঠ, বিভিন্ন খেলাধূলা, পয়গাম রেসানী ইত্যাদি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া মজলিসের কার্যক্রমকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য দীর্ঘস্থায়ী সাংগঠনিক আলোচনা করা হয়। এতে মজলিস সমূহ হতে সংগৃহীত প্রস্তাবাবলীর উপর আলোচনা ও প্রস্তাব পেশ করা হয়।

৩০শে অক্টোবর বাদ মাগরেব সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরনী অধিবেশনে বাঃ আঃ আঃ-এর নায়েবে আমীর সাহেব সভাপতিত্ব করেন। এই অধিবেশনে চট্টগ্রাম মজলিসের খাদেম জনাব মসিউর রহমান সাহেব কোরআন তেলাওয়াত করেন। তিনি প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করেন। নযম পাঠ করেন জনাব ইব্রাহিম খলিল। তিনি নযম প্রতিযোগিতার ১ম হন। চট্টগ্রামের ক্ষুদে তিফল মন্জুর আহমদ সাদাকাতে-মসীহ মওউদ (আঃ) বিষয়ে বক্তৃতা দান করেন শ্রোত্রীমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। মোহতরম ন্যাশনাল কায়েদ সাহেব "কুআনফুসাকুম ওয়া আহ্‌লীকুম নারা' বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন। মোহতরম নায়েব আমীর সাহেব প্রতিযোগিদেরকে পুরস্কার দান করে সমাপ্তি ভাষণ দান করেন। অতঃপর ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মুঃ নাজমুল হক সাহেব শুকরিয়া জ্ঞাপন করে ছোট ছোট ছেলেদের ধর্মীয় জ্ঞান তরবিয়ত লাভের জন্য তাদের আগ্রহের কথা উল্লেখ করেন। জামাতে আহমদীয়া এমন একটি জামাত যাদের ছোট ছোট ছেলেরা ভোর রাত ৪টায় তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠে এবং সুশৃংখলভাবে ক্লাশ করা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির আদর্শ দেখিয়েছে তার নজীর বর্তমান বিশ্বে জামাত আহমদীয়া ব্যতীত অন্য কোথাও নাই বললে চলে। পরিশেষে তিনি জামাতের সকলের নিকট আমাদের এই প্রচেষ্টা যেন আল্লাহ্‌তায়ালার হুজুরে গৃহীত হয় তার জন্য দোওয়ার আবেদন জানান।

ইজতেমায়ী দোওয়া ও আহাদ পাঠের পর তরবিয়তী ক্লাশ ও ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আবদুল জলিল
মোতামাদ—বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা শহরের সকল জামাত সমূহকে তাদের স্ব-স্ব জামাতের আদায়কৃত চাঁদা বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার অনুকূলে ব্যাংকড্রাফটের মাধ্যমে প্রেরণ করার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে। অন্যান্য জামাত সমূহের বেলাও (যাহাদের ব্যাংকড্রাফট করা সহজতর) এই ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ রহিল।

খাকসার

—এ, কে, রেজাউল করিম
সেক্রেটারী ফাইনান্স বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া।

শুভ পরিণয়

১। গত ১লা অক্টোবর ১৯৮২ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমা ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার আহমদী পাড়া নিবাসী মৌঃ আবদুল আলীম সাহেবের ১ম পুত্র জনাব ফজলুর রহমান জাহাঙ্গীর-এর সহিত লালবাগের আমলীগোলা নিবাসী মৌঃ কাজী আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের কন্যা মোসাম্মৎ সেলিম-এর শুভ পরিণয় ঢাকার দারুত তবলীগ মসজিদে ২৫০০০ পঁচিশ হাজার টাকা) দেনমোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

২। গত ৩০শে অক্টোবর ৮২ইং রোজ শনিবার জামালপুর সরিষাবাড়ী নিবাসী মৌঃ মোঃ তফাজ্জল হোসেন সাহেবের পুত্র জনাব মোঃ আশ্রাফ হোসেন সাহেবের সহিত বগুড়ার আদববাড়িয়া নিবাসী মরহুম শাহ্ আফতাবউদ্দিন সাহেবের কন্যা মোসাম্মৎ আমানাতুল হাই-এর শুভ বিবাহ ঢাকার দারুত তবলীগ মসজিদে ১৪০০০৲ (চৌদ্দ হাজার টাকা-দেনমোহর ধার্যে অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহ পড়ান সদর মুরুব্বী মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব।

৩। খুলনা নিবাসী জনাব রহমান মোহাম্মদ আলী মোড়ল সাহেবের পুত্র জনাব মোঃ শামসুর রহমান-এর সহিত ময়মনসিংহ জিলার বটিয়াদি নিবাসী মরহুম হাজী সৈয়দ আলী চৌধুরী সাহেবের কন্যা মোসাম্মত রওশনআরা চৌধুরী (পারভীন)-এর শুভ বিবাহ গত ২৯শে সেপ্টেম্বর ৮২ইং তারিখে খুলনা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দারুল ফজল মসজিদে ঈদুল আযহা নামায বাদ সুসম্পন্ন হয়। বিবাহের দেন-মোহর ধার্য হয় ৫০০০৲ (পাঁচ হাজার) টাকা।

উক্ত নব দম্পতিদের দাম্পত্য জীবন বাবরকত ও কামীয়াব হওয়ার জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট খাস ভাবে দোওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

শোক-সংবাদ

গণকটুলী লেন ঢাকা নিবাসী মোখলেস আহমদী ভাই জনাব মাষ্টার শের আলী সাহেব পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়া ৬ই অক্টোবর ১৯৮২ ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালে প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্না.....রাজেউন। সকল ভাইবোন তাঁহার রুহের মাগফেরাৎ ও বুলন্দিয়ে-দরজাতের জন্য এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সবুর ও সুখ শান্তির জন্য বিশেষ ভাবে দোওয়া করিবেন।

কৃতী ছাত্র

মোদাব্বের আহমদ, পিতা মৌলভী আহমদ আলী সাহেব (প্রেসিডেন্ট, তারুয়া আঃ আঃ) ১৯৮২ সালের কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ব্রাহ্মণবাড়ী সরকারী কলেজ হইতে কলা বিভাগে অষ্টম স্থান অধিকার করিয়া সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, পরীক্ষার পূর্বে সে ভীষণ অসুস্থ হইয়া পড়ে। হুজুরের দোওয়ার বরকতে সে অসুস্থাবস্থায় পরীক্ষা দিয়া কৃতকার্য হয়।

তাঁহার দ্বীনি ও রুহানী উন্নতির জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"
অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca-1.
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar